হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১২

(১)সেই সময় বাদশাহ হেরোদ জুলুম করার জন্য কওমের কয়েকজনকে ধরে এনেছিলেন। (২)তিনি হযরত ইউহোন্না রা.-র ভাই হযরত ইয়াকুব রা.-কে তরবারি দিয়ে হত্যা করিয়ে ছিলেন। (৩)যখন তিনি দেখলেন ইহুদিরা তাতে খুশি হয়েছে, তখন তিনি হযরত সাফওয়ান রা.-কে ধরতে গেলেন। (৪)এই ঘটনা ইদুল-মাত্-ছের সময় হয়েছিলো। তিনি হযরত সাফওয়ান রা.-কে ধরে জেলে দিলেন। চারজন-চারজন করে চার দল সৈন্যের ওপর তাকে পাহারা দেবার ভার দেয়া হলো। তিনি ঠিক করলেন, ইদুল-ফেসাখের পরে বিচার করার জন্য তাঁকে লোকদের সামনে আনবেন।

(৫)হযরত সাফওয়ান রা. জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় কওমের লোকেরা তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে আকুলভাবে মোনাজাত করছিলেন। (৬)যেদিন হেরোদ বিচারের জন্য হযরত সাফওয়ান রা.-কে বের করে আনবেন, তার আগের রাতে দু' জন সৈন্যের মাঝখানে তিনি দু' টো শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ঘুমাচ্ছিলেন। এবং পাহারাদাররা দরজায় পাহারা দিচ্ছিলো।

(৭)এমন সময় হঠাৎ আল্লাহর এক ফেরেস্তা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং জেলখানার সেই কামরাটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি হযরত সাফওয়ান রা. গায়ে জোরে ঠেলা দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি ওঠো।" এতে তাঁর দু' হাত থেকে শেকল খুলে পড়ে গেলো। (৮)তখন ফেরেস্তা তাঁকে বললেন, "তোমার কোমরে কোমর-বাঁধনি লাগাও, পায়ে জুতা পরো।" তিনি তা-ই করলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন, "তোমার চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে আমার পেছনে-পেছনে এসো।
"

(৯)হযরত সাফওয়ান রা. তাঁর পেছনে-পেছনে বাইরে এলেন, কিন্তু ফেরেস্তা যা করছিলেন তা যে সত্যি সত্যিই ঘটছে, তার কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন দর্শন দেখছেন।

(১০)তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় পাহারাদারদের দল পার হয়ে শহরে ঢোকার লোহার দরজার কাছে এলেন। দরজাটা তাঁদের জন্য নিজে-নিজেই খুলে গেলো। তাঁরা তার মধ্য দিয়ে বের হয়ে একটি রাস্তা ধরে হেঁটে চললেন। এই সময় ফেরেস্তা হঠাৎ তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

(১১)তখন হযরত সাফওয়ান রা. যেনো চেতনা ফিরে পেলেন এবং বললেন, "এখন আমি সত্যিই বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর ফেরেস্তাকে পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে এবং ইহুদিরা যা করার ষড়যন্ত্র করছিলো, তা থেকে আমাকে রক্ষা করলেন।"

(১২)এ-কথা বুঝতে পেরে তিনি হযরত ইউহোন্না রা.-র মা মরিয়মের বাড়িতে গেলেন। এই হযরত ইউহোন্না রা.-কে মার্ক বলেও ডাকা হতো। সেখানে অনেকে এক সংগে মিলিত হয়ে মোনাজাত করছিলেন। (১৩)তিনি বাইরের দরজায় আঘাত করলে পর রোদা নামে এক দাসী দরজা খুলতে এলো। (১৪)সে হযরত সাফওয়ান রা.-র গলার আওয়াজ চিনতে পেরে এতো আনন্দিত হলো যে, দরজা না-খুলেই দৌঁড়ে ভেতরের ঘরে গিয়ে সংবাদ দিলো যে, হযরত সাফওয়ান রা. দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। (১৫)তাঁরা তাকে বললেন, "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" কিন্তু সে বার বার জোর দিয়ে বলাতে তারা বললেন, "তবে এ তার আত্মা।"

(১৬)এদিকে তিনি দরজায় আঘাত করতেই থাকলেন। তখন তাঁরা দরজা খুলে তাঁকে দেখে অবাক হলেন। (১৭)তিনি হাতের ইশারায় তাঁদের চুপ করতে বললেন এবং জেলখানা থেকে আল্লাহ্ তাঁকে কীভাবে বের করে এনেছেন, তা তাঁদের জানালেন। তিনি এও বললেন, "এই খবর হযরত ইয়াকুব রা. ও অন্য ভাইদেরও দিয়ো।" এ-কথা বলে তিনি বের হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

(১৮)সকাল হলে পর হযরত সাফওয়ান রা. কোথায় গেলেন, তা নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেলো। (১৯)হেরোদ খুব ভালো করে খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু তাঁকে না-পেয়ে পাহারাদারদের জেরা করলেন এবং পরে তাদের হত্যা করার হুকুম দিলেন। এরপর তিনি ইহুদিয়া থেকে কৈসরিয়াতে চলে গেলেন এবং সেখানেই থাকলেন।

(২০)সেই সময় হেরোদ টায়ার ও সিডন শহরের লোকদের ওপরে খুব রেগে গেলেন। তখন সেখানকার লোকেরা এক সংগে মিলে হেরোদের সংগে দেখা করতে গেলো। ব্লাস্ত নামে বাদশাহর শোবার ঘরের বিশ্বস্ত কর্মচারীকে নিজেদের পক্ষে এনে তারা বাদশাহর সংগে একটি মীমাংসা করতে চাইলো। কারণ বাদশাহ হেরোদের দেশ থেকেই তাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী আসতো। (২১)তখন হেরোদ পূর্ব নির্ধারিত একটি দিনে রাজ-পোশাক পরে সিংহাসনে বসে সেই লোকদের কাছে কথা বলতে

লাগলেন। (২২)তার কথা শুনে লোকেরা চিৎকার করে বলতে থাকলো, “এ দেবতার কণ্ঠস্বর, মানুষের কথা নয়।” (২৩)হেরোদ আল্লাহর গৌরব করেননি বলে তখনই আল্লাহর এক ফেরেস্তা তাকে আঘাত করলেন। আর কৃমি তাকে খেলো এবং তিনি মারা গেলেন।

(২৪)কিন্তু আল্লাহর কালাম ছড়িয়ে পড়তে থাকলো এবং অনেক লোক তাঁর ওপর ইমান আনতে লাগলো। (২৫)এদিকে হযরত বার্নবাস রা. ও হযরত শৌল রা. তাঁদের কাজ শেষ করে হযরত ইউহোন্না র.-কে সংগে নিয়ে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। এই ইউহোন্নাকে মার্ক নামেও ডাকা হতো।